26170 - মৃতব্যক্তির জন্য হৃদয়ে টান অনুভব করা

প্রশ্ন

মৃতব্যক্তির জন্য হৃদয়ে টান অনুভব করা কি আমাদের জন্য জায়েয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

মৃতব্যক্তির প্রতি টান অনুভবে আমরা কোন বাধা দেখি না। এমনকি যে ব্যক্তি টান অনুভব করছে সে যদি কোন কিছুর সাক্ষাতের আশা করে কিংবা নৈকট্যের আশা করে তবুও। ইনি জীবিত; আর উনি মৃত। সুতরাং টান অনুভব করে কী চাইবেন? কিন্তু আমরা বলতে পারি যে: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও আলেমদেরকে দেখার প্রতি টান অনুভব করি। এটি হচ্ছে জান্নাতে তাদের সাথে সাক্ষাতের প্রতি টান অনুভব করা। অতএব, যে ব্যক্তি এমন মহান ব্যক্তিদের সাক্ষাতের প্রতি টান অনুভব করে তার কর্তব্য আমল করা যাতে করে সে তার প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে পারে এবং তিনি তাকে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করান। এভাবে তার টান অনুভব বাস্তব কর্মে পরিণত হবে। যাতে থাকবে সাক্ষাত ও আলাপচারিতা। এটাই হতে পারে টান অনুভবের ফলাফল। এই শ্রেণীর টান অনুভবের মধ্যে পড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কেরামের টান অনুভব। যার উদাহরণ সহিহ মুসলিমে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস; তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর আবু বকর (রাঃ) উমর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন: আমাদেরকে নিয়ে উম্মে আইমানের কাছে চলুন; যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে যেতেন আমরা তাকে দেখব। যখন আমরা উম্মে আইমানের কাছে পৌঁছলাম তিনি কাঁদলেন। তারা উভয়ে তাকে বললেন: কীসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে সেটা তো অধিক উত্তম। তিনি বললেন: আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর রাসূলের জন্য যা রয়েছে সেটা যে, অধিক উত্তম তা আমি জানি না তাই আমি কাঁদছি— এমনটি নয়। কিন্তু আমি এই জন্য কাঁদছি যে, আসমান থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে। এভাবে তিনি তাদের দুইজনেরও কান্নার উদ্রেক করলেন এবং তারা দুইজনও কাঁদা শুরু করলেন।”[সহিহ মুসলিম (২৪৫৪)]

তবে মৃতব্যক্তির জন্য এই টান অনুভব যদি কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের পক্ষ থেকে হয়; যা ব্যক্তির মাঝে দুঃখ ও বেদনা এবং আল্লাহ্‌র তাকদীরের প্রতি আপত্তির উদ্রেক করে; তাহলে এটি নিষিদ্ধ এবং এর থেকে বারণ করা হবে। যেহেতু এটি এমন চরিত্রের দিকে পর্যবসিত করে ইসলাম তার অনুসারীদের থেকে যে চরিত্রটি দূর করার চেষ্টা করে; যাতে করে একজন মুসলিম প্রশান্ত ও প্রসন্নচিত্তে, আল্লাহ্‌র তাকদীর, তাঁর হুকুম ও শরিয়তের প্রতি ঈমান রেখে জীবন যাপন করতে পারে।

আল্‌লাহ্‌ই সর্‌বজ্‌ঞ।